এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স-বাংলাদেশ

বিবৃতিঃ পোশাক খাতের ট্রেড ইউনিয়নগুলির ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবী

এপ্রিল ২০২৩

বাংলাদেশে সর্বশেষ ২০১৮ সালে ন্যূনতম মজুরি বিষয়ে আলোচনা হয়।
সেই সময়, পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮,০০০ (৯৫ডলার) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কোভিড-১৯ মহামারির ভোগান্তি এবং জীবনযাত্রার আকাশছোঁয়া ব্যয়ের পরেও গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশী পোশাক শ্রমিকরা এই দারিদ্র স্তরের মজুরি পাচ্ছে।

এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স-বাংলাদেশ ন্যূনতম মজুরি ৮,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২২,০০০টাকা-২৪,০০০টাকা (২০৭ ডলার-২২৬ ডলার) করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির দাবিকে সমর্থন করছে। আমরা ট্রেড ইউনিয়নগুলির ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি। কারণ আসন্ন অর্থনৈতিক মন্দা সহ সংকট থেকে পোশাক শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারকে বাঁচার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

পোশাক শ্রমিকরা বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০% এবং জিডিপিতে ১১% এর বেশি অবদান রাখে পোশাক খাত। এই শিল্পে প্রায় ৪.৪ মিলিয়ন লোক কাজ করে, যাঁদের বেশিরভাগই নারী। এই শ্রমিকরা বাংলাদেশকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। গত পাঁচ বছর, তৈরি পোশাক রপ্তানি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে, লাভের ক্ষেত্রে বড় কোনো ধাক্কা ছাড়াই অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করছে।

যাইহোক, তৈরি পোশাক শিল্পের এই লাভের কোনো ছিটেফোঁটাও বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের কাছে পৌঁছায়নি। শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রম ২০১৮ সাল থেকে রপ্তানি আয় বাড়িয়েছে, কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারী বাস্তবতাকে উন্মোচিত করেছে: শ্রমিকরা বেঁচে থাকার চুড়ান্ত সীমায় বসবাস করেছে। বছরের পর বছর স্বল্প মজুরি এবং কোনো সঞ্চয় না থাকার কারণে শ্রমিকদের ঠেলে দিয়েছে চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধার দিকে, শিশুরা পারিবারিক আয়ের পরিপূরক হিসেবে স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। তাঁদের পিতামাতারা মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বহন করার জন্য অর্থ ধার করতে বাধ্য হয়েছে।

আমাদের ২০২১ সালের রিপোর্ট অনুসারে, মানি হেইস্ট: বৈশ্বিক পোশাক সরবরাহ চেইনে কোভিড-১৯ মজুরি চুরি, মজুরি ২০২০ সালের শেষ নাগাদ প্রাক-মহামারী ৯,১৬৩ টাকা (১১০ ডলার) থেকে কমে ৩,০৮৩ টাকা (৩৭ ডলার) হয়েছে। এই তীব্র পতন ২০২০ সালে মৌলিক ব্যয় মিটানোর জন্য শ্রমিকদের ঋণ করতে বাধ্য করেছে।

২০২১ সাল জুড়ে শ্রমিকরা ২০২০ মহামারী বছরের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে পুনরুদ্ধার হতে পারেনি। কারণ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে: পেট্রলের দাম প্রতি লিটারে ০.৫ শতাংশ বেড়েছে, বিদ্যুতের দাম গড়ে ৫.৩ শতাংশ বেড়েছে এবং চালের দাম বেড়েছে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত। আজও শ্রমিকরা সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স (AFWA) বাংলাদেশ ২০২১ সালের শেষ প্রান্তিকে ৬৩টি কারখানার ৩০০ জনেরও বেশি পোশাক শ্রমিকের সাথে কথা বলে একটি বিস্তৃত ব্যয় জরিপ পরিচালনা করেছে। যেখানে শ্রমিকরা দৈনিক ১২০ টাকায় মাথাপিছু ১,৯৫০ কিলোক্যালরি খাদ্য ব্যয়ের কথা বলেছে, যা দারিদ্র্য সীমার খাদ্য ব্যয় ২,১২২ কিলোক্যালরি (২০১৬ সালের দেশের গৃহস্থালী আয় ও ব্যয় সমীক্ষা দ্বারা সংজ্ঞায়িত) থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে নীচে। পুষ্টির এই ঘাটতি চরম উদ্বেগের বিষয়।

এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স (AFWA) এর জরিপে আরও দেখা গেছে যে, একটি পরিবারের মোট ব্যয় তাঁদের আয়ের চেয়ে বেশি, এমনকি যখন পরিবারে দুইজন উপার্জনকারী পোশাক শিল্পে কাজ করে। গড়ে একটি পরিবারের মোট ব্যয় ছিল ২৪,৩৭৩ টাকা, যেখানে খাদ্যের জন্য ব্যয়ের প্রায় ৪৪% (১০,৭৫৪ টাকা) এবং অন্যান্য ব্যয়- ঘর ভাড়া, চিকিৎসা, পরিবহন, শিক্ষা, পোশাক ইত্যাদি- ৫৬% (১৩,৬১৯ টাকা)। অথচ, দুইজন শ্রমিকের সম্মিলিত প্রকৃত আয় ছিল ২১,৬৪২ টাকা।

এই পরিসংখ্যানগুলি বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে বর্তমান মজুরি কাঠামোর অস্থায়িত্ব এবং শ্রমিকদের কিভাবে ক্রমাগত ঋণ চক্রে ঢুকতে বাধ্য করে, সেটা দেখায়। একজন শ্রমিকের একটি ন্যূনতম মজুরি প্রয়োজন, যা মূল্যস্ফীতি এবং অন্যান্য সংকট বিবেচনায় রেখে তাঁর মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি তাঁর পরিবারের চাহিদা পূরণ করে।

বাংলাদেশ অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটির ১০ তম বার্ষিকীতে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি আলোচনা গুরুত্ব পায় নাই এবং ন্যূনতম মজুরির লড়াইয়ের প্রাসঙ্গিকতা সেখানে ছিল না। AFWA বাংলাদেশ শ্রমিকদের এবং তাঁদের পরিবারের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার লড়াইকে অব্যাহত সমর্থন করে।

এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, পোশাক শ্রমিকরা কঠোর এবং দীর্ঘ শারীরিক পরিশ্রমে নিয়োজিত, অথচ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দারিদ্র-স্তরের ক্যালরির মান থেকেও কম খাদ্য গ্রহণ করছে। এই অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি পোশাক শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

২০১৩ এবং ২০১৮ সালের মজুরি আলোচনার সময় আমরা, বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলি যেভাবে একত্রিত হয়েছিলাম, ঠিক এবারেও একইভাবে সরকার যেনো আমাদের যুক্তিসঙ্গত দাবিগুলি মেনে নেয়, তা নিশ্চিত করতে আমরা আবারও সংঘবদ্ধ হবো।

অপর্যাপ্ত মজুরি একজন শ্রমিকের মঙ্গল এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র পরিবারের মঙ্গলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। AFWA বাংলাদেশ পোশাক শ্রমিক ও তাঁদের ইউনিয়নকে তাঁদের দাবির জন্য সমর্থন করে-

১। ন্যূনতম মজুরি ২২,০০০ টাকা থেকে ২৪,০০০ টাকায় বৃদ্ধি করা; এবং
২। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারন করার জন্য একটি বার্ষিক আলোচনা প্রক্রিয়া শুরু করা।

আমরা ইউনিয়ন এবং শ্রমিকদের আমাদের ন্যায্য মজুরি এবং ভাল কাজের পরিবেশের অধিকারের জন্য লড়াই করার আহ্বান জানাই।

এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স-বাংলাদেশ
গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য লীগ (□GSUL)
টেক্সটাইল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (TGWF)
বাংলাদেশ গার্মে□ন্টস অ্যান্ড সোয়েটারস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (GWTUC)
গ্রীন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স□ ফেডারেশন (GBGWF)
বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড□ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (বিজিএসএসএফ)